লাউ চাষের বিস্তারিত তথ্য

জাতের বিবরণ

জাতের নাম : বারি লাউ-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ মেটে-খয়েরি রঙের। শক্ত খোসা থাকে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল হালকা সবুজ। লম্বা ১৫-১৮ইঞ্চি। ফলের গড় ওজন ১.৫-২.০ কেজি। গাছে গড়ে ১০-১২টি ফল ধরে। চারা রোপণে ৬০-৭০দিনের মধ্য প্রথম ফল তোলা যায়। লাউ ২-৩ দিন পরপর তুলতে হয়।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৮৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩ গ্রাম - ৪ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য ফাল্গুন-মধ্য জ্যৈষ্ঠ (ফেব্রুয়ারি - মে)

ফসল তোলার সময় :

চারা রোপণের ৬০-৭০ দিনের মধ্য ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি লাউ-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল হালকা সবুজ। লম্বা ১৫-১৮ ইঞ্চি।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফলের গড় ওজন ১.৫-২.০ কেজি। গাছে গড়ে ১০-১২টি ফল ধরে। চারা রোপণে ৬০-৭০দিনের মধ্যে প্রথম ফল তোলা যায়। লাউ ২-৩ দিন পরপর তুলতে হয় ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০ - ১৭০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০-৪২ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩ গ্রাম - ৪ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

শ্রবণ-মধ্য কার্তিক (আগস্ট -অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় :

চারা রোপণের ৬০-৭০ দিনের মধ্য ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি লাউ-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ মোটা। খয়েরি রঙের শক্ত খোসা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

হালকা সবুজ। খাটো এবং মোটা। লম্বা ৭-৮ ইঞ্চি । গড় ওজন ১.৫ কেজি। গাছে গড়ে ১৫-২০ টি ফল ধরে। চারা রোপণে ৬৫-৭৫ দিনের মধ্য প্রথম ফল তোলা যায়। কচি লাউ তোলা হলে ফল ফলন বেড়ে যায়। লাউ ২-৩ দিন পরপর তুলতে হয়।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ - ২০০ কেজি

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫-৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.৫ গ্রাম - ৪ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

ভাদ্র-অগ্রহায়ণ (মধ্য আগস্ট-মধ্য ডিসেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

চারা রোপণের ৬৫-৭০ দিনের মধ্য ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি লাউ-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : সবুজ রঙের ফলে সাদাটে দাগ রয়েছে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা সবুজ ও নরম। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল যথাক্রমে ৪০-৪৫ দিন হতে ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে ফোটে। ফুল হালকা সবুজ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ - ২৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫০-৬০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.৫ গ্রাম - ৪ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য ফাল্গুন - মধ্য জ্যৈষ্ঠ (ফেব্রুয়ারি - মে)

ফসল তোলার সময় :

বীজ বোনার ৯০ দিন বা চারা রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি লাউ-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ মেটে এবং খয়েরি রঙের। শক্ত খোসা থাকে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাঢ় সবুজ রঙের লম্বাটে ফলে সাদাটে দাগ, লম্বায় ১৭-১৮ ইঞ্চি, বেড়ে ৫-৭ ইঞ্চি। গাছে গড় ফল ১২-১৫টি। ফলের গড় ওজন ২.৫কেজি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ - ২৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩ গ্রাম - ৪গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য ফাল্গুন-মধ্য জ্যৈষ্ঠ (ফেব্রুয়ারি - মে)

ফসল তোলার সময় :

বীজ বোনার ৯০ দিন বা চারা রোপণের ৭০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি লাউ-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ মেটে-খয়েরি রঙের। শক্ত খোসা থাকে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাঢ় সবুজ রঙের লম্বাটে ফলে সাদাটে দাগ, লম্বায় ১৭ -১৮ ইঞ্চি, বেড়ে ৫-৭ ইঞ্চি। গাছে গড় ফল ১২-১৫টি। ফলের গড় ওজন ২.৫কেজি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ - ২৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩ গ্রাম - ৪গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য শ্রবণ-মধ্য কার্তিক (আগস্ট -অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় :

বীজ বোনার ৯০ দিন বা চারা রোপণের ৭০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি লাউ-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)l

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গাঢ় সবুজ রঙের লম্বাটে ফলে সাদাটে দাগ থাকে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাপসহনশীল এবং গ্রীষ্মকালে চাষ করা যায়। গাছ প্রতি ১০-১২ টি ফল পাওয়া যায় এবং ফলের গড় ওজন ২.৫ কেজি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ - ২৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.৫ গ্রাম - ৪ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

দিন নিরপেক্ষ তাই সারাবছর লাগানো যায়।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বোনার ৯০ দিন বা চারা রোপণের ৭০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি লাউ-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গাড় সবুজ রঙের এবং উপরের দিকে সরু।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ প্রতি ফল ১২-১৩ টি। ফলের গড় ওজন ১.৯-২ কেজি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৯৫ - ২০২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৮-৫০

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য শ্রবণ-মধ্য কার্তিক (আগস্ট -অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় :

চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিনের মধ্য ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সীতালাউ-১

জনপ্রিয় নাম : সীতা লাউ

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : খাটো এবং মোটা।খয়েরি রঙের শক্ত খোসা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

লম্বা লম্বি ৪ শিরা বিশিষ্ট । ফলের ত্বক হালকা সবুজ ও মসৃণ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮.৭

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮.৭

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২১০ - ২৪০ কেজি

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫৫-৬০ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.৫ - ৪ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

বহু বর্ষজীবী। প্রধাণত মধ্য জ্যৈষ্ঠ-মধ্য শ্রবণ (জুন জুলাই)। সেচের সুবিধা থাকলে, যে কোন সময়ে।

ফসল তোলার সময় :

৫-৭ বছরের একটি গাছে বসরে ৩০-৪০টি ফল ধরে। লম্বায় ১২-১৪সেন্টিমিটার, বেড় ৮-৯ সেন্টিমিটার। ফলের গড় ওজন ৭০০গ্রাম।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : গ্রীন সুপার(ব্রাক সীড)

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : ব্রাক সীড কোম্পানী লিমিটেড

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০-১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ মেটে-খয়েরি রঙের। শক্ত খোসা থাকে

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

হালকা সবুজ। সাদা দাগ যুক্ত, বেলুন আকার। ৮-১৫ ইঞ্চি লম্বা, গড় ওজন ২.৫-৩ কেজি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ - ২৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩ - ৪গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য শ্রবণ-মধ্য কার্তিক (আগস্ট-অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় :

চারা রোপণের ৬০-৬৫ দিনের মধ্য ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সীড ক্যাটালগ, ব্রাক সীড কোম্পানি লিমিটেড ।

জাতের নাম : গ্রীন সুপার(ব্রাক সীড)

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : ব্রাক সীড কোম্পানী লিমিটেড

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০-১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ মেটে-খয়েরি রঙের।শক্ত খোসা থাকে

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

হালকা সবুজ। সাদা দাগ যুক্ত, বেলুন আকার। ৮-১৫ ইঞ্চি লম্বা, গড় ওজন ২.৫-৩ কেজি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮.৭

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮.৭

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ - ২৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.৫ - ৪ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য ফাল্গুন মধ্য জ্যৈষ্ঠ (ফেব্রুয়ারি- মে)

ফসল তোলার সময় :

চারা রোপণের ৬০-৬৫ দিনের মধ্য ফল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সীড ক্যাটালগ, ব্রাক সীড কোম্পানী লিমিটেড ।

পুষ্টিমান :

লাউয়ে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-সি বেশি থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যপযোগী লাউ এ ক্যালসিয়াম ২৬ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি ৪ মিলিগ্রাম রয়েছে। এছাড়াও লাউয়ের অন্যান্য পুষ্টিগুন ও রয়েছে যেমন, খনিজ পদার্থ ০.৬ গ্রাম, আঁশ ০.৬ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৬ কিলোক্যালরি, আমিষ ১.১ গ্রাম, লৌহ ০.৭ মিলিগ্রাম, শর্করা ১৫.১ গ্রাম ইত্যাদি।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস. ২০১৭।

লাউ এর বীজ ও বীজতলার তথ্য

বর্ণনা : লাউ এর চারা বীজতলার বেডে অথবা পলিথিনে তৈরি করা যায়, অথবা সরাসরি মুল জমিতে মাদায় বপন করা যায়।

ভাল বীজ নির্বাচন :

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মূল উপকরণই হচ্ছে উন্নতমানের বীজ। ভালো বীজ বিজাতমুক্ত, আগাছা বীজমুক্ত, রোগ ও পোকামাকড়মুক্ত, অপদ্রব্যমুক্ত, পরিপক্ব ও পুষ্ট, সমআকার, চকচকে, সঠিক আর্দ্রতাযুক্ত (১২%), অংকুরোদগম ক্ষমতা বা গজানোর হার কমপক্ষে ৮০% এবং বিশুদ্ধতা হার কমপক্ষে ৯৫-৯৯%। বর্তমানে বাজার থেকে প্যাকেট বীজ কেনা যায়। তবে বীজের প্যাকেটে লাগানো ট্যাগ ও লেবেলিং এ উল্লিখিত বীজ গজানোর হার ও বিশুদ্ধতার হার দেখে কিনতে হবে। বপনের জন্য রোগমুক্ত, পরিষ্কার, পরিপুষ্ট বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ ভাল বীজ মানে সবল চারা। আর রোগাক্রান্ত চিটা থেকে বীজতলায় সহজেই রোগ ছড়ায়। তাই মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের লক্ষ্যে ভালভাবে বীজ বাছাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলা তৈরিঃ লাউ চারা বেডে বা পলিব্যাগে উৎপাদন করে নেয়া যায়। এজন্য আলো বাতাস স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় এমন জায়গায় ৮-১০ ইঞ্চি উঁচু বেড করে নিতে হবে। বেডের উপর ১৩ ফুট X ১৭ ফুট আকৃতির ছাউনি তৈরি করা যেতে পারে । ছাউনির কিনারা বরাবর মাটি হতে ঘরের উচ্চতা হবে ২ ফুট এবং মাটি হতে ঘরের উচ্চতা হবে ২ ফুট এবং মাটি হতে ঘরের মধ্যভাগের উচ্চতা হবে প্রায় ৬ ফুট। পলিব্যাগে বীজ বপনঃ বীজ বপনের জন্য ৮ X ১২ সেমি বা এর থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা যায়। পানি অপসারণের জন্য তলায় ২-৩টি ছিদ্র করতে হবে। প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করে নিতে হবে। মাটিতে বীজ গজানোর জন্য প্রয়োজনীয় রস আছে কিনা তা নিশ্চিত করে পলিব্যাগে মাটি ভরাতে হবে। অতপর প্রতি ব্যাগে ২টি করে বীজ বুনতে হবে। বীজের আকারের দ্বিগুন মাটির গভীরে বীজ পুতে দিতে হয়।

বীজতলা পরিচর্চা : চারার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে। বেশি শীতে বীজ গজানোর সমস্যা হয়। এ জন্য শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাষ্টিক দিয়ে পলিব্যাগ ঢেকে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে।চারার প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে। সাবধান থাকতে হবে যাতে চারা গায়ে পানি না পড়ে। পলিব্যাগের মাটি চটা বাধলে ভেঙ্গে দিতে হবে। লাউয়ের চারা গাছে রেড পামকিন বিটল নামে এক ধরনের লালচে পোকার ব্যাপক আক্রমন হয়। এটি দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত মাদায় লাগাতে হবে। চারা অবস্থায় অর্থাৎ বৃদ্বির প্রাথমিক পর্যায়ে কখনও কখনও রেড পাককিন বিটল এর আক্রমন হতে পারে। এটি দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

লাউ এর চাষপদ্ধতির তথ্য

চাষপদ্ধতি :

চারা রোপণের জন্য বেড তৈরি:

বেডের উচ্চতা হবে ৮-১০ ইঞ্চি। বেডের প্রস্থ হবে ৮ ফুট এবং লম্বায় সুবিধামত জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। এরুপ পাশাপাশি দুইটি বেডের (১ম ও ২য় টির) মাঝখানে ২ ফুট প্রশস্থ সেচ নালা থাকবে এবং পরে (২য় ও ৩য় টির) দুবেডের মাঝখানে ১ ফুট প্রশস্থ শুধু নিকাশ নালা থাকবে।

মাদা তৈরি এবং বেডে মাদা হইতে মাদার দুরত্ব: মাদার ব্যাস ২০-২২ ইঞ্চি, গভীর ২০-২২ ইঞ্চি এবং তলদেশ ১৮-২০ ইঞ্চি হবে।

বেডের যে দিকে ২ ফুট প্রশস্থ সেচ নালা থাকবে সেদিকে বেডের কিনারা হইতে ২ ফুট বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ৬.৫ ফুট অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে। একটি বেডের যে কিনারা থেকে ২ ফুট বাদ দেয়া হবে, উহার পার্শবর্তী বেডের ঠিক একই কিনারা থেকে ২ ফুট বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে অনুরুপ নিয়মে মাদা করতে হবে।

লাউয়ের চারা রোপন এবং পরবর্তী পরিচর্যাঃ

চারাগুলো রোপনের আগের দিন বিকালে পানি দিয়ে মাটি ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। পরের দিন বিকালে চারা রোপন করতে হবে। মাদাগুলোর মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করে, এক কোপ দিয়ে চারা লাগানোর জন্য জায়গা করে নিতে হবে। চারার পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ চারাটি নির্দিষ্ট জায়গায় লাগিয়ে চারপাশে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর গর্তে পানি দিতে হবে। পলিব্যাগ সরানোর সময় এবং চারা রোপনের সময় সাবধানে থাকতে হবে যাতে মাটির দলা ভেঙ্গে চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। নতুবা শিকড়ের ক্ষতস্থান দিয়ে ঢলে পড়া রোগের জীবানু ঢুকবে এবং শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ হলে গাছের বৃদ্ধি দেরীতে শুরু হবে।

সরাসরি মাদায় বীজ বপণের ক্ষেত্রে মাদায় প্রয়োজনীয় সার দেয়ার ৭-১০ দিন পর ৩-৪টি বীজ বপণ করতে হবে। গভীরতা হবে ১ ইঞ্চি। বীজ বপণের ৪-৫ দিনের মধ্যেই গজাবে, ১০-১৫ দিন পর মাদা প্রতি সুস্থ ২টি চারা রেখে বাকীগুলো তুলে ফেলতে হবে।

কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা করলে ফলন কয়েকগুন বেড়ে যায়।

কৃত্রিম পরাগায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

রোগবালাইয়ের আক্রমন রোধে বীজ ও জমি শোধন করে নেয়া উত্তম।

[জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন]

[বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন]

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

লাউ এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা :

সাধারণত লোনা মাটি ছাড়া সব ধরণের মাটিতে লাউ গাছ হলেও উর্বর দোঁয়াশ থেকে এঁটেল দোঁয়াশ মাটি উত্তম। আশ্বিন কার্তিকের মাঝামাঝিতে বন্যার পানি নেমে যায় এমন জমিতেও লাউয়ের আবাদ করতে পারেন।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মাটির ধরন এবং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সহায়তা নিতে হবে।

[মৃত্তিকাসম্পদউন্নয়নইনস্টিটিউটবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন]

সার পরিচিতি :

[সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন]

ভেজাল সার চেনার উপায় :

[ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন]

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	সারের পরিমাণ (প্রতি শতক এর জন্য)
গোবর বা কম্পোস্ট	৪০ কেজি
ইউরিয়া	২ কেজি
টি এস পি	১.৬ কেজি
এমপি	১.২ কেজি
বোরণ	১০ গ্রাম

পিট তৈরি করার সময় সমুদয় গোবর, টিএসপি, বোরণ, অর্ধেক পটাশ এবং পাঁচ ভাগের এক ভাগ ইউরিয়া সার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার মেশানের ১০-১৫ দিন পর জমিতে বীজ বপন করতে হয়। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও পটাশ সার সমান চার‘কিস্তিতে পুরো জীবনকালে উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

[অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন]

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, ২৩/০১/২০১৮

লাউ এর সেচের তথ্য

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

লাউ ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে ফল ধারন ব্যাহত হবে এবং যেসব ফল ধরেছে সেগুলো আস্তে আস্তে ঝড়ে যাবে। লাউয়ের সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আটকে রাখলে গাছ পানি টেনে নিবে। প্রয়োজনে সেচ নালা হতে ছোট কোন পাত্র দিয়ে কিছু পানি গাছের গোড়ায় সেচ দিন। শুষ্ক মৌসুমে লাউ ফসলে ৫-৭ দিন অন্তর পানি দেয়ার ব্যবস্থা করুন।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

কলসি দিয়ে ড্রিপ সেচ দিন। কলসির নিচে ড্রিল মেশিন দিয়ে ছোট ছিদ্র করে তাতে পাটের আঁশ প্রবেশ করাতে হবে। কলসি মাদার মাঝখানে এমন ভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্র ও আঁশ মাটির নিচে থাকে। কলসির ছিদ্রের সাথে যুক্ত পাটের আঁশ আস্তে আস্তে গাছের গোঁড়ায় পানি সরবরাহ করবে। মাদা সবসময় ভিজা থাকবে ফলে লবনাক্ত পানি উপরে উঠে আসবেনা।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

লাউ এর আগাছার তথ্য

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ হয় ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

গভীর চাষ দিতে হবে। জমির আইল, সেচ নালা ও কৃষি যন্ত্রপাতি আগাছামুক্ত রাখুন। জৈব সার ভালোভাবে পচানো উচিৎ। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন। চারা গজানোর ২০-২৫ দিনর মধ্যে আগাছা দমন করতে হবে। নিয়মিত মাদায় গাছের গোড়ার চারিদিকে আগাছা পরষ্কার করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে । এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাক্তি হয় ।মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আকো বা ছায়াতে এর বিচরণ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

গভীর চাষ দিতে হবে। জমির আইল, সেচ নালা ও কৃষি যন্ত্রপাতি আগাছামুক্ত রাখুন। জৈব সার ভালোভাবে পচানো উচিৎ। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন। চারা গজানোর ২০-২৫ দিনর মধ্যে আগাছা দমন করতে হবে। নিয়মিত মাদায় গাছের গোড়ার চারিদিকে আগাছা পরষ্কার করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : শ্যামা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে আগস্ট মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ হয়।

আগাছার ধরন : বর্ষজীবী ঘাসজাতীয় আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

গভীর চাষ দিতে হবে। জমির আইল, সেচ নালা ও কৃষি যন্ত্রপাতি আগাছামুক্ত রাখুন। জৈব সার ভালোভাবে পচানো উচিৎ। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন। চারা গজানোর ২০-২৫ দিনর মধ্যে আগাছা দমন করতে হবে। নিয়মিত মাদায় গাছের গোড়ার চারিদিকে আগাছা পরষ্কার করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

লাউ এর আবহাওয়া ও দুর্যোগ তথ্য

বাংলা মাসের নাম : ফাল্গুন

ইংরেজি মাসের নাম : ফেব্রুয়ারী

দুর্যোগের নাম : ঝড় বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

নিষ্কাশন নালা তৈরি রাখুন। লাঠি/বাশ পুতে গাছ শক্ত করে বেধে রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

ঝর/বৃষ্টির পর ক্ষেত পরিষ্কার করুন। অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে বেড় করে দেয়ার ব্যবস্থা করুন।

প্রস্তুতি : সারিতে বুনুন, যাতে জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার জন্য নালা তৈরি রাখুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি, কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান, ২০১৩।

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

সেচ নালা, সেচ যন্ত্র তৈরি রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

ঝরনা/ঝাঁঝরি দিয়ে সেচ দিন।

প্রস্তুতি : সারিতে বুনুন, যাতে জমিতে সেচের পানি সমানভাবে জমিতে দেওয়া যায়। নালা তৈরি করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি, কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান, ২০১৩।

লাউ এর পোকার তথ্য

পোকার নাম : সুড়ঙ্গকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : লম্বাটে, কালচে কিংবা সাদাটে ।

ক্ষতির ধরণ : ছোট কীড়া পাতার সবুজ অংশ সুড়ঙ্গ করে খেয়ে সুতার মতো আঁকা বাঁকা রেখা দাগ করে ফেলে। বেশি হলে পাতা শুকিয়ে মারা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথরিন জাতীয় বালাইনাশক (যেমন কট বা ম্যাজিক ১০ মিলি প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) স্প্রে করুন। স্প্রের পুর্বে খাবারযোগ্য লতা ও লাউ পেড়ে নিন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

পরিছন্ন চাষাবাদ করুন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করুন। শুকনা ছাই ছিটিয়ে দিতে পারেন। আসেপাশে কুমড়াজাতীয় ফসল/পোষক গাছ থাকলে সতর্ক হোন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা তুলে নষ্ট বা পুড়িয়ে ফেলুন। হলুদ আঠালো ফাঁদ বসান।

হলুদ ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : থ্রিপস

পোকা চেনার উপায় : লম্বাটে, ধুসর, ছোট।

ক্ষতির ধরণ : কচি পাতা, ডগার রস খেয়ে দুর্বল করে ফেলে। ফুল ও কচি ফল থেকে রস চুষে দাগ ফেলে।

দমন ব্যবস্থা : পরিছন্ন চাষাবাদ করুন। সুষম সার প্রয়োগ করুন। পেঁয়াজ, রসুন এ জাতীয় বা ধানের বীজতলা কাছে থাকলে সতর্ক থাকুন।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা , কচি পাতা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : ফেজ -১ , সব , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পরপর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পরিছন্ন চাষাবাদ করুন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষন করতে হবে। আক্রমনের মাত্রা জানতে এবং পোকা দমনে হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করুন।

হলুদ ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : রেড পামকিন বিটল

পোকা চেনার উপায় : লাল, ছোট, ডিম্বাকার আকৃতির।

ক্ষতির ধরণ : পাতা ঝাঝড়া করে ফেলে। আক্রমণ বেশি হলে চারা গাছে আগা, ফুল ও কচি ফল আক্রান্ত হয়।

দমন ব্যবস্থা : পরিছন্ন চাষাবাদ করুন। নিয়মিত ফসল ও পোকার আগমন পর্যবেক্ষণ করুন। পাতার নিচের দিকে শুকনা ছাই ছিটান। আশে পাশে কুমড়াজাতীয় ফসল/ পোষক গাছ থাকলে সতর্ক হোন। খাদক পাখি বসার ব্যবস্থা হিসেবে জমিতে ডালপালা পুতে রাখুন।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

১ কেজি মেহগনি বীজ কুঁচি করে ৫ লিটার পানিতে ৪-৫ দিন ভিজিয়ে ছেঁকে ২০ গ্রাম সাবানের গ্যড়া ও ৫ গ্রাম সোহাগা মিশিয়ে ২০ মিনিট ফুটিয়ে শীতল করে ৫ গুণ পানিতে গুলে স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : লাউয়ের মাছি পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পুর্ণাঙ্গ পোকার আকার সাধারন মাছির মতোই হয়, পাখা স্বচ্ছ, পা হলুদ, পেট ত্রিকোনাকার ও বাদামি, ঘাড়ের মাঝে লম্বা লম্বি হলদে একটা দাগ আছে।

ক্ষতির ধরণ : স্ত্রী মাছি কচি ফলের নিচের দিকে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার স্থান থেকে পানির মত তরল পদার্থ বেড়িয়ে আসে যা শুকিয়ে বাদামী রং ধারন করে। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ফলের শাস খেতে শুরু করে এবং ফল বিকৃত হয়ে যায় এবং হলুদ হয়ে পঁচে ঝড়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায় , ফল পরিপক্ক

পোকামাকড় জীবনকাল : লার্ভা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

ফেরোমেন ফাঁদ (১০ শতাংশে ৩টি হারে) /বিষটোপ ব্যবহার করুন।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বিষটোপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

লাউ এর রোগের তথ্য

রোগের নাম : গামি স্টেম ব্লাইট রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগ হলে পাতায় পানি ভেজা দাগ দেখা যায়। ব্যাপক আক্রমনে পাতা পচে যায়। কান্ড ফেটে লালচে আঠা বের হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

ব্যবস্থাপনা :

ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম অথবা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে যেতে পারে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত বীজ বা চারা ব্যবহার করা।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা,মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : পাতা পোড়া রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত পাতায় চোখের মতো হলদে থেকে বাদামী রঙের ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে একাধিক দাগ একত্রিত হয়ে বড় দাগ হয় পাতায় ছড়িয়ে পড়ে এবং পাতা পুড়ে যাওয়ার মত হয় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে টেবুকোনাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ৫ গ্রাম নাটিভো) অথবা প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

১.আগাম বীজ বপন করা।

২.সুষম সার ব্যবহার করা।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা,মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : লাউয়ের ব্লোজম এন্ড রট রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছে প্রথমে কচি লাউয়ের নিচের দিকে পঁচন দেখা দেয়। ধীরে ধীরে পুরো ফলটিই পঁচে যায়। সাধারণত অম্লীয় মাটিতে বা ক্যালসিয়ামের অভাব আছে এমন জমিতে এ রোগ দেখা যায়। অনেক সময় ফলের মাছি পোকার আক্রমণেও এরকম পঁচন দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে আক্রান্ত ফলটি কাটলে কীড়া দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এই রোগ হলে লাউ কাটলে ভিতরে কীড়া দেখা যাবে না।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

১.ক্ষেতে পরিমিত সেচ দেয়া।

২.গর্ত বা পিট প্রতি ৫০ থেকে ৮০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করা।

পূর্ব-প্রস্তুতি :

অম্লীয় বা লাল মাটির ক্ষেত্রে জমিতে শতাংশ প্রতি চার কেজি হারে ডলোচুন প্রয়োগ করুন। মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সুষম সার ব্যবহার করুন। একই জমিতে বার বার একই সবজি আবাদ করবেন না।

মাটি পরীক্ষা করার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সহায়তা নিতে হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল/লাউ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা,মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : নেতিয়ে পড়া রোগ

রোগের কারণ : ব্যাকটেরিয়া অথবা ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : গাছের যেকোন বয়সে এ রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ ঝিমিয়ে ঢলে পড়ে। এ রোগে আক্রান্ত হয়ে গাছের কচি পাতা প্রথমে ঢলে পড়ে কিংবা নীচের বয়স্ক পাতা বিবর্ণ হয়ে যয়। ব্যাকটেরিয়া জীবাণু আক্রমণ করলে গাছ হঠাৎ ঢলে পড়ে। আক্রান্ত গাছেল ডাল কেটে পানিতে রাখলে সাদা কষের মতো তরল পদার্থ বের হতে দেখা যায়। আবার ছত্রাক জীবাণু দিয়ে আক্রমণ হলে প্রথমে গাছের অংশ বিশেষ এবং পরে সমস্ত গাছ ঢলে পড়ে। আক্রান্ত গাছের কান্ডের ভেতরের অংশ বাদামী রঙের হয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , শিকড়

ব্যবস্থাপনা :

ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণ হলে ক্ষেতের মাটিতে বিঘাপ্রতি ২ কেজি হারে ব্লিচিং পাউডার ছিটাতে হবে।

ছত্রাকের আক্রমন হলে, কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রানাশক (যেমন কুপ্রাভিট ৪০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। ছত্রানাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ। মাটি শোধন ও বীজ শোধন করে নেবেন। চারা গজানোর পর অতিরিক্ত সেচ দিবেন না। একই জমিতে পরপর বারবার লাউ চাষ করবেন না।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংশ করা বা পুড়ে ফেলা। ফসল সংগ্রহের পর পুরাতন গাছ ও আবর্জনা আগুনে পুড়িয়ে দিন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা,মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : ডাউনি মিলডিউ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : বয়স্ক পাতায় এ রোগ প্রথম দেখা যায়। আক্রান্ত পাতার গায়ে সাদা বা হলদে থেকে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে অন্যান্য পাতায় ছড়িয়ে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম) অথবা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে যেতে পারে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা,মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : পাউডারি মিলডিউ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতা ও গাছের গায়ে সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়, যা ধীরে ধীরে সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত বেশী হলে পাতা হলুদ বা কালো হয়ে মারা যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন কুমুলাস ৪০ গ্রাম বা গেইভেট বা মনোভিট ২০ গ্রাম) অথবা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন গোল্ডাজিম ৫ মিলিটার বা এমকোজিম বা কিউবি বা কমপ্যানিয়ন ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর আক্রমণের শুরু থেকে মোট ২-৩ বার প্রয়োগ করুন। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম বীজ বপন করতে পারেন। সুষম সার ব্যবহার করুন। রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন বারি লাউ-৩, বারি লাউ-৪ চাষ করুন। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : এনথ্রাকনোজ

রোগের স্থানীয় নাম : ফল পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় গোলাকার দাগ দেখা যায়। কুয়াশায় পাতার পচন লক্ষ্য করা যায়। বীজ ফল পাকার কিছু দিন আগেই ফলে লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথমে ছোট কালো দাগ, এর মাঝটুকু সামান্য উচু হয়। দাগ বেড়ে সম্পূর্ণ ফলে কালো ছোপ ছোপ দাগ হয়ে ফল পচে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম) অথবা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে যেতে পারে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। নিবিড় পর্যবেক্ষণ জরুরী। পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন, সুষম সার ব্যবহার করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা,মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : মোজাইক ভাইরাস রোগ

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : চারা বা বাড়ন্ত গাছের পাতায় হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি./ ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ ক্রুন। জমি নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে জাব পোকা, শোষক পোকা ও জেসিড পাশের জমি বা এ ফসলে আছে কি না তা জেনে ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

জমি থেকে আক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে ফেলুন।

আক্রমনের মাত্রা জানতে এবং পোকা দমনে হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করুন।

হলুদ ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা,মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

লাউ এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : ফুল ফোটার ২৫-৩০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়। সাবধানে ধারালো চাকু দিয়ে ফল/লাউ এর বোটা কেটে সংগ্রহ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

লাউ এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন :

বীজের জন্য অবশ্যই ভালোভাবে পরিপক্ব ফল সংগ্রহ করতে হবে। দুটি উপায়ে ফলের পরিপক্বতা বুঝা যাবে। যেমন-

১. ফল নাড়ালে ভেতরে বীজের শব্দ পাওয়া যাবে,

২. ফলের খোসা শুকিয়ে যাবে এবং শক্ত হয়ে যাবে কিন্তু ফলের ভেতর শুকাবে না।

এই অবস্থায় বীজের সংগ্রহোত্তর পরিপক্বতার জন্য ফল ২-৩ সপ্তাহ রেখে দিতে হবে। বীজ উৎপাদনের জন্য জমির সবগুলো গাছের মধ্যে গাছের সতেজতা, ফলন ক্ষমতা এবং সুস্থতা দেখে কয়েকটি নির্দিষ্ট গাছ নির্বাচন করে তাতে নিয়ন্ত্রিত পরাগায়ন করতে হবে। অর্থাৎ নির্বাচিত গাছগুলোর মধ্যে একই গাছের পুরুষ ফুল দিয়ে একই গাছের স্ত্রী ফুল অথবা একই জাতের এক গাছে পুরুষ ফুল দিয়ে অন্য গাছের স্ত্রী ফুল পরাগায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল ফোটার আগেই বাটার পেপার ব্যাগ দ্বারা বেঁধে রাখতে হবে যাতে অন্য জাতের পুরুষ ফুলের রেণু দ্বারা পরাগায়িত হতে না পারে এবং ফুল ফোটলে স্ত্রী ফুল পরাগায়িত করে আবার ব্যাগ দ্বারা স্ত্রী ফুল বেঁধে দিতে হবে। এই ব্যাগ দ্বারা ফল ৩-৪ দিন বেঁধে রাখতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ:

ঠান্ডা ও বাতাস চলাচল করা জায়গাতে ফল ঘষা বা চাপ খায়না এমন ভাবে সংরক্ষণ করুন। বীজ বেশিদিন সংরক্ষণ করতে চাইলে নিমের তেল মিশিয়ে রাখতে পারেন। কিছুদিন পরপর বীজ হালকা রোদে শুকিয়ে নিবেন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮।

লাউ এর কৃষি উপকরণ

ফসল : লাউ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

১। বিএডিসি ও সরকারি অনুমোদিত সকল বীজ ডিলার।

২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

সারডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ১৬/০২/২০১৮।

লাউ এর খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : হাই স্পিড রোটারি টিলার।

ফসল : লাউ

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

ডিজেল চালিত।

যন্ত্রের ক্ষমতা : প্রচলতি পাওয়ার টিলার যেখানে ৫-৬টি চাষের প্রয়োজন হয়, হাই স্পিড রোটারি টিলার দিয়ে সেখানে ১-২টি চাষ যথেষ্ট। এটি একটি উন্নত মানের শুকনা জমি চাষরে যন্ত্র। ১২অশ্ব শক্তি সম্পন্ন।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

প্রতি ঘন্টায় ০.১ হেক্টরে (২৪ শতাংশ) জমি চাষ করতে পার। প্রচলিত টিলারের তুলনায় ৫০% সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়।

যন্ত্ররে রোটারি ব্লেড শ্যাফট উচ্চ গতিতে ঘুরে বিধায় জমির ঢেলা খুব ছোট হয় ও মাটি ভাল গুঁড়া বা মিহি হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহাররে পর মাটি ও কাদাপানি পরিস্কার করে রাখুন। প্রয়োজনে অভজ্ঞি মেকানিক দিয়ে যন্ত্র পরর্বতী কাজরে জন্য মেরামত করে নিন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৭।

লাউ এর বাজারজাত করণের তথ্য

ফসল : লাউ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান, ট্রলি, পিকাপ ট্রাক,লঞ্চ, শীতাতপ কাভার্ড ভ্যাব,কার্গো বিমানে।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে স্থানীয় হাট বাজারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

গ্রেডিং/ বাছাই করে।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮।